আমাদের অনুপ্রেরণা

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ ১৯৪৩ সালের ০৮ মে ফরিদপুর জেলার বোয়ালমারী থানার (বর্তমানে মধুখালী) সালামতপুর (বর্তমানে রউফ নগর) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মেহেদি হাসান এবং মাতার নাম মুকিদুন্নেছা। মুন্সী আব্দুর রউফ ১৯৬৩ সালের ০৮ মে তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) এ সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। তিনি ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামে ১১ নম্বর উইং এ নিয়োজিত থেকে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে ৮ম ইস্ট বেঙ্গলের একটি অংশ এবং তৎকালীন ইপিআরের কিছু সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রামে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে মুন্সী আব্দুর রউফ কোম্পানির মেশিনগানার হিসেবে রাঙ্গামাটির মহালছড়ি নৌপথে প্রহরারত ছিলেন। কোম্পানিটি বুড়িঘাট চিংড়ি খালপাড়ে প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত ছিল। ০৮ এপ্রিল শত্রুপক্ষের ২য় কমান্ডো ব্যাটালিয়নের একটি কোম্পানি ৬টি ৩ ইঞ্চি মর্টার ও ৩টি লঞ্চ নিয়ে প্রতিরক্ষা এলাকায় ঢুকে পড়লে ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ তাঁর নিজের অবস্থান থেকে একাই শত্রুপক্ষের ২টি লঞ্চ ও ১টি স্পিডবোট পানিতে ডুবিয়ে দেন। ফলে প্রায় ২ প্লাটুন শত্রু সৈন্য সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়। আকস্মিক শত্রুবাহিনীর মর্টারের গোলার আঘাতে নানিয়ারচরের নাজুছড়ি নামক স্থানে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফের সমাধি পার্বত্য রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ারচরে। তাঁর অপরিসীম বীরত্ব, সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান সূচক 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত করে। স্বাধীনতা অর্জনে এই মহান বীরের আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ

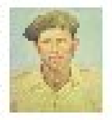

বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি নড়াইল জেলার মহিষখোলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আমানত শেখ এবং মাতার নাম জেন্নাতুন্নেছা। নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৫৯ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস (ইপিআর) এ যোগ দেন। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ৮ নম্বর সেক্টর, যশোরের অধীনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ২৫ মার্চ ১৯৭১ এর পর যখন মুক্তিবাহিনীকে সুসংগঠিত করা শুরু হয় তখন তিনি যশোর জেলার ঝিকরগাছা থানার গোয়ালহাটি গ্রামে স্থাপিত একটি ক্যাম্পের অধিনায়কের দায়িত্ব পান। নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৭১ সালের ০৫ সেপ্টেম্বর দুজন সঙ্গী নিয়ে গোয়ালহাটি গ্রামের অনতিদূরে ছুটিপুর ঘাঁটি টহল দেওয়ার সময় পাকবাহিনী তাঁদের আক্রমণ করে। নূর মোহাম্মদ শেখ তাঁর টহল দলটিকে রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করেন। পাকবাহিনীর গুলিতে সহযোদ্ধা নান্নু মিয়া গুরুতর আহত হলে নূর মোহাম্মদ শেখ হাতে এলএমজি এবং কাঁধে গুরুতর আহত সঙ্গীকে নিয়ে শত্রুবাহিনীর দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে থাকেন। হঠাৎ শত্রুর দুই ইঞ্চি মর্টারের আঘাতে তাঁর হাঁটু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। তাঁর সঙ্গীরা যেন প্রতিরক্ষা ঘাঁটিতে পৌঁছাতে পারে সেজন্য মারাত্মক আহত অবস্থায়ও নূর মোহাম্মদ শেখ গুলি চালাতে থাকেন এবং এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। যশোরের শার্শা থানার কাশিপুর গ্রামে এই বীর যোদ্ধাকে সমাহিত করা হয়। নূর মোহাম্মদ শেখ নিজের প্রাণের বিনিময়ে সহযোদ্ধাদের জীবন রক্ষা করেছিলেন। তাঁর এই অপরিসীম বীরত্ব, সাহসিকতা ও দেশপ্রেমের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান সূচক 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত করে। স্বাধীনতা অর্জনে এই মহান বীরের আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কালের বিবর্তনে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' গত ২২৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী বাহিনী 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)' জাতির গৌরব ও আস্থার প্রতীক। বিজিবি'র রয়েছে সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে ইপিআর এর ওয়্যারলেসযোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ বাহিনীর প্রায় ১২ হাজার বাঙালি সদস্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং ৮১৭ জন সদস্য শাহাদত বরণ করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীর ২ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৮ জন বীরউত্তম, ৩২ জন বীরবিক্রম এবং ৭৭ জন বীরপ্রতীক খেতাব অর্জন করে বিজিবি'র ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীকে ২০০৮ সালে 'স্বাধীনতা পদক' এ ভূষিত করা হয়।

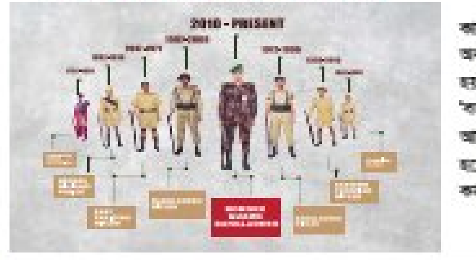

কালের বিবর্তনে এ বাহিনীর নাম বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রেক্ষিতে দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে যুগোপযোগী করতে 'বিজিবি পুনর্গঠন রূপরেখা-২০০৯' প্রণয়ন করা হয়। সে অনুযায়ী এ বাহিনীর নতুন নামকরণ করা হয় 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ'। ২০১০ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০' পাশের মাধ্যমে এ বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়। বিজিবিকে একটি ত্রিমাত্রিক আধুনিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন-২০৪১' এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের বিভিন্ন মেয়াদে সর্বক্ষেত্রে এ বাহিনীর যুগান্তকারী উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের পথ ধরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) আজ জনসাধারণের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে।

সাফল্য ও উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

অপারেশনাল কার্যক্রম ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় সাফল্য

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজিবি'র উন্নয়ন

সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী - বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

CamScanner